সাক্ষাৎকার

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেরকম জনপ্রিয়তা না পাওয়ার মূল কারণ ব্যান্ডউইডথের উচ্চমূল্য

এফবিসিসিআই-এর পরিচালক ও ভিওআইপি বৈধকরণ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি আখতারুজ্জামান মঞ্জু। সম্প্রতি ইত্তেফাক তথ্য প্রযুক্তির পক্ষ থেকে তার মুখোমুখি হন মোঃ মারুফ হোসেন।

একনজরে

জন্মঃ ১৯৪৮ সাল। সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালক বিদ্যালয় থেকে ১৯৬৪ সালে ম্যাট্রিক ও ১৯৬৬ সালে বরিশাল বিএম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাসের পর ১৯72 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে বিএসসি পাস করে ৭৬ সালে বিলেতে চলে যান ম্যানেজমেন্ট এন্ড এডমিনিস্ট্রেশনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করতে। ৭৮ সালে ঘটে তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি।

***ইত্তেফাকঃ** আপনি পড়াশোনা করেছেন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে, সেখান থেকে আইটিতে কীভাবে এলেন?*

মঞ্জুঃ আমার পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমাতে কম্পিউটারের ব্যবহার ছিল ব্যাপকহারে। মূলত তখন থেকেই কম্পিউটারের সাথে পরিচয়। ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক পড়াশোনা হলেও আমার ফোকাস এরিয়া ছিল আইটি। এরপর আমি একটি ফরাসী কোম্পানীতে চাকুরি নিয়ে আবুধাবীতে চলে যাই ৭৯ সালে। সেখানে ছিলাম ৮৬ সাল পর্যন্ত। আমি সেখানে ছিলাম প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে। পুরো প্রোডাকশন ইউনিটটি ছিল মাইক্রোপ্রসেসর বেজড, সোজা কথায় কম্পিউটার বেজড। এই চাকরিটি করার সময়ই আমি একাধিক ট্রেনিং পাই যাতে বেশ কয়েকটি কম্পিউটার ট্রেনিং ছিল। ম্যানেজার হিসেবে আমি একাই ছিলাম বাংলাদেশী। সমপর্যায়ের ফরাসী ও ব্রিটিশ ম্যানেজার ছিল ১০ জন। ভারতীয়ও ছিল ২ জন, তবে তারা ছিল অনেক জুনিয়র।

***ইত্তেফাকঃ** দেশে ফিরে আইটিকে কেমন দেখেছিলেন?*

মঞ্জুঃ তখনও দেশে ব্যাপকভাবে আইটির প্রচলন হয়নি। আমি ৮৬ সালে দেশে ফিরে অটোমোবাইল ও রেলওয়ে সাসপেনশন স্প্রিং তৈরির ফ্যাক্টরী দেই। এরপর ৯২ সালে এসে অটোমোবাইল ইঞ্জিন ফিল্টার-এর একটি নতুন ফ্যাক্টরী দেই। আমি অবশ্য পাশাপাশি আইটি বিষয়ক কনসালটেন্সি করতাম ইসলাম গ্রুপে সেই ৮৮ সাল থেকেই। সেই সাথে মার্কেটিং-এও সহযোগিতা করতাম। ইসলাম গ্রুপের আভ্যন্তরীণ অটোমেশনের পুরো বিষয়টিতেও আমি উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করি।

***ইত্তেফাক ঃ** আফতাব আইটি গড়াটাই কী তাহলে আপনার আইটি সেক্টরে প্রথম জনসংযোগমূলক কাজ?*

মঞ্জুঃ ঠিক তাই! ১৯৯৬ সালে ইসলাম গ্রুপের মাধ্যমে আমরা আইটি এনাবলড সার্ভিস নিয়ে কাজ করার চিন্তা করি এবং এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ব্যাঙ্গালোর যাই। কিন্তু সেখানে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই সবচেয়ে বেশী সেটি হলো 'Are you online?' তখন আমরা অনলাইন হবার ব্যাপারটা চিন্তা করি। কিন্তু বড় প্রশ্ন ছিল সবসময় অনলাইনে থাকাটা দারুণ খরচের ব্যাপার। যদি সেই পরিমাণ কাজ না পাই সেটাও ছিল একটা প্রশ্ন। আর সেজন্যই চিন্তা করি যদি একটি আইএসপি তৈরী করা যায়, তবে অনলাইনে থাকাটা আর সমস্যা হবে না। আর সে কারণেই আমরা আইএসপি চালু করি। আইএসপির পাশাপাশি আমরা আমাদের মূল উদ্দেশ্য নিয়েও কাজ করি। আমরা ডেনমার্কের একাধিক পত্রিকার জন্য বিজ্ঞাপন ডিজাইন ও ক্যাড ডিজাইন করি। তবে সেগুলোর চেয়ে আইএসপিটাই দেশের বাজারে বড়।

***ইত্তেফাকঃ** আইএসপি এসোসিয়েশন করার পর সবগুলো সদস্য আইএসপি খুব কাছাকাছি হারে সার্ভিস প্রদান করে। কিন্তু সদস্য নয়, এমন অনেক আইএসপি অনেক কমে সার্ভিস দিয়ে থাকে। গ্রাহকদেরও অভিযোগ আছে যে এখনও ইন্টারনেট সার্ভিস বেশ খরচের ব্যাপার। তা সার্ভিস চার্জ কমানোর ব্যাপারে কেনো পদক্ষে নেবেন কী?*

মঞ্জুঃ আমরা সবসময়ই চেষ্টা করি গ্রাহককে সন্তুষ্ট করার জন্য। এজন্যই আমরা সবার জন্য সার্ভিস চার্জ সর্বনিম্ন ৫০ পয়সা নির্ধারণ করেছি। কিন্তু গ্রাহকরা একটা জিনিস একেবারেই বুঝতে চান না যে, একটা ভালো সার্ভিস দিতে গেলে ভালো টেকনিক্যাল লোক, টেকনিক্যাল সাপোর্ট ও ভালো ইকুইপমেন্ট লাগে। আমি ক্লোন কম্পিউটার দিয়ে সার্ভার বানিয়ে, ডিভিবি প্ল্যাটফর্মে আপলিক দিয়ে ও কমদামী ব্যান্ডউইডথ কিনে অনেকখানি কম দামে হয়ত সার্ভিস দিতে পারি। কিন্তু সেখানে হয়ত সার্ভিসটা সেরকম ভালো হবে না। গ্রাহকরা এই ব্যাপারটা হয়ত বুঝতে চায় না। এখনও হয়ত চার্জ আরও ১০ পয়সা কমানো সম্ভব, কিন্তু এতে ভ্যাট রয়েছে, যে ডিলার কার্ড বিক্রি করছে তার কমিশন রয়েছে–এইসব মিলালে কমানোটা খুব একটা যুক্তিসঙ্গত হবে না। আর এখনও আমাদের দেশে ব্যবসা করাটা বেশ খরচের। কেননা, টেকনিক্যাল লোকদের বেতন, তাদের যদি কোথাও সাপোর্ট দিতে যেতে হয় তার যাতায়াত খরচ, প্রভিডেন্ট ফান্ড সবকিছুর পরে অফিস চালানোর যে খরচ এবং আইএসপি সেট আপের জন্য অবকাঠামোগত খরচ সবদিক চিন্তা করলে সার্ভিস চার্জকে বেশী বলাটা মোটেও ঠিক হবে না।

***ইত্তেফাকঃ** সাবমেরিন ক্যাবল সংযুক্ত হলে কী খরচ কিছুটা কমবে?*

মঞ্জুঃ হ্যাঁ। সাবমেরিন ক্যাবল আসলে খরচ বেশ কিছুটা কমবে। খুব যে বেশী কমবে, তা কিন্তু নয়। কেননা, এখন যে ব্যান্ড উইডথ আমরা ৫ হাজার ডলারে কিনছি তখন হয়ত তা ৫০% কম খরচে কিনতে পারব। ফলে খরচ কিছুটা কমবে। কিন্তু টেলিফোন সংযোগ, মেইনটেইনেন্স, সাপোর্ট এসবের খরচে তো কোনো পরিবর্তন আসবে না। কেননা এখন ব্যান্ডউইডথের যে খরচ, অন্যান্য খরচ মিলিয়ে তা প্রায় তিনগুণ হয়ে গ্রাহকের চার্জ দাঁড়ায়। তাই খরচ ছয়ভাগের একভাগ কমলে ৫০ পয়সার স্কেলে তা খুব বেশী কমার কোনো ব্যাপার হবে না।

***ইত্তেফাক ঃ** আমাদের দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট তেমন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে না কেন?*

মঞ্জু ঃ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেরকম জনপ্রিয়তা না পাওয়ার মূল কারণ ব্রান্ডাউইডথের উচ্চমূল্য। এটি কমলে ব্রডব্যান্ডের খরচ কমবে আর তখনই জনপ্রিয়তা বাড়বে। এক্ষেত্রে পাড়ায় পাড়ায় নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার মাধ্যমেই এটা হবে। আর টেলিফোন না লাগার ফলে এক্ষেত্রে খরচের হিসাবটাও হবে অন্যরকম।

***ইত্তেফাক ঃ** আইএসপি এসোসিয়েশনের লাগাতার আন্দোলনের ফসল হিসেবে ভিওআইপি আজ এদেশে বৈধ। কিন্তু কোনো অপারেটর লাইসেন্স না পাবার আগেই বিটিটিবি একটি চালু করেছে এবং ব্যবসা করছে– ব্যাপারটা আপনাদের জন্য কতটা ক্ষতিকর?*

মঞ্জু ঃ ভিওআইপি বৈধ–এটা একটা আনন্দের ব্যাপার। তেমনি বিটিটিবি এটির মাধ্যমে সার্ভিস দিচ্ছে সেটিও একটি চমৎকার ব্যাপার। কিন্তু নীতিমালা প্রণয়নের আগেই তারা এমন একটি কাজ করছে এ ব্যাপারটা খুবই দৃষ্টিকটু। একসময় তারাই এর বিরোধিতা করেছে। দুই বছর ধরে মানুষকে জিম্মি করে বেশি খরচে তাদের সার্ভিস ব্যবহার করতে বাধ্য করেছে– এই ব্যাপারটি খারাপ। আর এখন কোনো নীতিমালার তোয়াক্কা না করে সার্ভিস দিচ্ছে। এটা দৃশ্যত বেআইনী। অথচ শোনা যাচ্ছে, প্রাইভেট সেক্টরকে মোটা অংকের লাইসেন্স ফি দিয়ে লাইসেন্স নিতে হবে। আমি অবশ্য মনে করি সব আইএসপি'রই এই লাইসেন্স পাওয়ার বৈধ অধিকার আছে। তবে যাদের রেকর্ডে কোনো খারাপ কিছু আছে, তাদের ক্ষেত্রে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আসলে সরকারের উচিত অবকাঠামো প্রদান করা। সরকার ব্যবসা করে দেশ চালাবে, এই নীতিতে চললে তো প্রাইভেট সেক্টরের পক্ষে ব্যবসা করাটা খুব কঠিন হয়ে পড়বে। কেননা, যে বিচারক সেই যদি স্বেচ্ছাচারিতা করে তবে তো ব্যাপারটা মগের মুল্লুক পর্যায়ে চলে যাবে। বিটিটিবির উচিত ছিল, অন্তত নীতিমালা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। সরকারের উচিত না, প্রাইভেট সেক্টরের সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় না নামা।

ভ্যালেনটাইন ডটকম

আসছে ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভ্যালেনটাইন ডেকে সামনে রেখে পাঠকদের লেখা নিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি'তে বিশেষ ভ্যালেনটাইন সংখ্যা বের করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো বা কম্পিউটার শিখতে গিয়ে মজার অভিজ্ঞতা হল– কিংবা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে করতে পেয়ে গেলেন মনের মত একজন বন্ধু-এ ধরনের যেকোন বিষয়ে আপনাদের অভিজ্ঞতাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে পাঠাতে পারেন।

এ বিষয়ক গল্প, ফিচার, ছড়া, কবিতা অথবা ব্যাঙ্গাত্মক রচনাও সাদরে গৃহীত হবে।

লেখা অবশ্যই কাগজের এক পিঠে লিখবেন এবং প্রতিটি লেখার সঙ্গে লেখকের নাম- ঠিকানা, ইমেইল এড্রেস (যদি থাকে) দিতে হবে। তবে কেউ নাম- ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক হলে তার নাম- ঠিকানা ছাপা হবে না।

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ঃ ১০ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা– তথ্যপ্রযুক্তি, দৈনিক ইত্তেফাক, ১ আর কে মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩।